যুগান্তর

তারিখ 03 OCT 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিক্ষা নিয়ে টিআই প্রতিবেদন

দুর্নীতি হটাতে এর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার ওপরও গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংগঠন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১০৭টি দেশে পরিচালিত শিক্ষা খাতের দুর্নীতি নিয়ে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছে। এ গবেষণা ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষায় বৈশ্বিক দুর্নীতির হার যেখানে ১৭ শতাংশ, সেখানে বাংলাদেশে এ হার ১২ শতাংশ। বাংলাদেশে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রশাসনের সেবাপ্রাপ্তিসহ নানা কাজের জন্য ১০০ জনের মধ্যে ১২ জনকেই ঘুষ দিতে হয়। আশার কথা হল, দেশে শিক্ষা খাতে বিরাজমান দুর্নীতি পর্যায়ক্রমে কমছে। ২০০৭ সালে যেখানে ঘুষ প্রদানের হার ছিল ৩৯ শতাংশ, ২০১০ সালে তা নেমে এসেছে ১৫ শতাংশে। আর ২০১২ সালে তা আরও দশমিক ২ শতাংশ কমে ১৪ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়ায়। সময় মতো পাঠ্যবই বিতরণ ও নকল বন্ধ হওয়াসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায় এটা সম্ভব হয়েছে বলে টিআই'র রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির ফলে একদিকে সেবা গ্রহীতার জন্য শিক্ষার ব্যয় যেমন বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে শিক্ষার মান হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হয়। শিক্ষা খাতের দুর্নীতির প্রভাব অনেকটাই স্থায়ী হয় এবং তা ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। শিশু তার প্রথম জীবনেই দুর্নীতির সঙ্গে পরিচিত হলে এর প্রভাব আজীবন থাকে। টিআই'র রিপোর্টে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সম্পদ ও অর্থ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান দীনাবদ্ধতা দূর করতে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কিছু সুপারিশ হচ্ছে— দুর্নীতিকে মানসম্মত শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা প্রদর্শন, শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ এবং তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্টদের সততার অঙ্গীকারে আবদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম উৎসাহিত করা।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরাজমান দুর্নীতি আমাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। দুর্নীতি দূর করার মাধ্যমে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সরকারকেই উদ্যোগী হতে হবে। সরকারের সদিচ্ছা ছাড়া দেশ থেকে ঘুষ-দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব নয়— এ বিষয়টি সরকারের উচ্চপর্যায়ে থাকা লোকজনের অনুধাবন করা দরকার। শুধু মুখে দুর্নীতিবিরোধী কথা না বলে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে যদি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার উদ্যোগ নেয়া হয় তাহলে সুফল পাওয়া যাবে— এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার। সেই সঙ্গে সত্যিকার অর্থে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত এবং দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) শক্তিশালী করা জরুরি। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে এমন আইন প্রণয়ন করা উচিত, যাতে তারা আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে।

তবে শুধু আইন নয়, দেশ থেকে দুর্নীতি হটাতে এর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার ওপরও গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। টিআই'র আগের এক প্রতিবেদনেও জনআগ্রহের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের জন্য আশার বিষয় হচ্ছে জনগণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে আগ্রহী। আশার কথা, সমাজে সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাসহ নিষ্ঠাবান নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে ইতিমধ্যে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে সততা সংঘ গড়ে তোলা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যদি দুর্নীতির কুফল সম্পর্কে অবহিত হয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তবে সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মূল হতে বাধ্য। টিআই'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে দুর্নীতির সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে দৃশ্যমান এবং এটি স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। এ অবস্থার পরিবর্তনে সরকার শিক্ষা খাতসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতি নির্মূলে কঠোর পদক্ষেপ নেবে— এটাই প্রত্যাশা।